বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৫

সূচী

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
৪। ইনস্টিটিউটের কার্যালয়
৫। ইনস্টিটিউট পরিচালনা
৬। পরিচালনা বোর্ড
৬ক। উপদেষ্টা
৭। ইনস্টিটিউট এর কার্যাবলী
৮। বোর্ডের সভা
৯। কমিটি
১০। ইনস্টিটিউটের তহবিল
১১। মহা-পরিচালক
১২। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ
১৩। বার্ষিক বাজেট বিবরণী
১৪। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা
১৫। প্রতিবেদন
১৬। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ
১৭। ক্ষমতা অর্পণ
১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
২০। রহিতকরণ

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৫

১৯৯৫ সনের ১৫ নং আইন

[৯ জুলাই, ১৯৯৫]

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বিচারকর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তি, আইনজীবী ও বিচার ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত কতিপয় অন্যান্য পেশাজীবীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

এবং যেহেতু উক্তরূপ প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনার জন্য বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৯ই চৈত্র, ১৪০১ মোতাবেক ২৩শে মার্চ, ১৯৯৫ তারিখে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "ইনস্টিটিউট" অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) "প্রধান বিচারপতি" অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;

(ঘ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) "বোর্ড" অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড;

(ছ) "ভাইস-চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান;

(জ) "মহা-পরিচালক" অর্থ ইনস্টিটিউটের মহা-পরিচালক;

(ঝ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধান অনুযায়ী বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যালয়

৪। ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

ইনস্টিটিউট পরিচালনা

৫। ইনস্টিটিউট পরিচালনা ও ইহার প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

পরিচালনা বোর্ড

[১][২][৬। পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) প্রধান বিচারপতি, পদাধিকারবলে, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীমকোর্টে কর্মরত বা উক্ত কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত দুইজন বিচারক, যাহাদের মধ্যে প্রবীণতর বিচারক উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) বাংলাদেশের অ্যাটর্ণি জেনারেল, পদাধিকারবলে;

(ঘ) ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ঙ) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(চ) সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগ), পদাধিকারবলে;

(ছ) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(জ) রেক্টর, বাংলাদেশ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার, পদাধিকারবলে;

---

[১] ধারা ৬ ও ৬ক পূর্ববর্তী ধারা ৬ এর পরিবর্তে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ৫ নং আইন) এর ২ ধারাবলে সংযোজিত।

[২] ধারা ৬ বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৯ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs - Bangladesh.

(ঝ) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, পদাধিকারবলে;

(ঞ) জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা, পদাধিকারবলে;

(ট) ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পদাধিকারবলে;

(ঠ) ডীন, আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পদাধিকারবলে;

(ড) ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, পদাধিকারবলে;

(ঢ) সভাপতি, সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশন, পদাধিকারবলে;

(ণ) ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।]

উপদেষ্টা

৬ক। (১) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বোর্ডের উপদেষ্টা হইবেন।

(২) পরিচালক বোর্ড কর্তৃক প্রার্থীত এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপদেষ্টা, প্রয়োজনবোধে, বোর্ডের যে কোন সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।]

ইনস্টিটিউট এর কার্যাবলী

৭। ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) বিচারকর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তি, সরকারী মামলা পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী আইন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক সংরক্ষিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এডভোকেট এবং সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(খ) আইন এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিলের খসড়া প্রণয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনা;

(গ) আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় আইন এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিলের খসড়া প্রণয়ন বিষয়ে বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঘ) আদালত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধান করা এবং উক্তরূপ গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদি প্রকাশ;

(ঙ) বিচার ব্যবস্থা ও বিচার কার্যের গুণগত উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ও পরিচালনা;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(চ) বিচার ব্যবস্থা ও আদালত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাময়িকী, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ;

(ছ) বিচার ব্যবস্থা ও আদালত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(জ) এই আইনের অধীন প্রশিক্ষণের পাঠক্রম ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি নির্ধারণ;

(ঝ) ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সার্টিফিকেট প্রদান;

(ঞ) লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন ও উহাদের পরিচালনা;

(ট) বিচার প্রশাসন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত যে কোন কাজ;

(ঠ) উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ।

বোর্ডের সভা

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা হইবে না।

কমিটি

৯। বোর্ড উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

ইনস্টিটিউটের তহবিল

১০। (১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) ইনস্টিটিউটের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(ঙ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিল ইনস্টিটিউটের নামে কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) ইনস্টিটিউট এই তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

মহা-পরিচালক

১১। (১) ইনস্টিটিউটের একজন মহা-পরিচালক থাকিবেন।

[১][(১ক) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক বা বিচারক ছিলেন বা বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তি মহা-পরিচালক হইবেন।]

(২) মহা-পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) মহা-পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহা-পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহা-পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহা-পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি মহা-পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহা-পরিচালক ইনস্টিটিউটের সার্বক্ষণিক মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

---

[১] উপ-ধারা (১ক) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ৫ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(খ) বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক ইনস্টিটিউটের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

১২। ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

বার্ষিক বাজেট বিবরণী

১৩। ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৪। (১) ইনস্টিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসরে ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্ট এর একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ইনস্টিটিউটের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

প্রতিবেদন

১৫। প্রতি অর্থ-বৎসর শেষ হইবার সংগে সংগে ইনস্টিটিউট উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার বিষয়াবলীর উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

১৬। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে (in good faith) কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, চেয়ারম্যান, সদস্য, মহা-পরিচালক বা ইনস্টিটিউটের অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

ক্ষমতা অর্পণ

১৭। বোর্ড উহার বিবেচনায় যথাযথ যে কোন শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা মহা-পরিচালক বা ইনস্টিটিউটের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৮। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

১৯। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রহিতকরণ

২০। (১) এতদ্দ্বারা বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অধ্যাদেশ, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.